প্রকাশ ; ১৯৬০
কপিরাইট : জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী
প্রচ্ছদ ; আশিস চৌধুরী
প্রকাশক : অরূপ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার
প্রজ্ঞা প্রকাশন
মুদ্রণে : সোমা মুদ্রণ

দাদুকে

—যাঁর উৎসাহে আমার পথ চলা

॥ লেখিকার অন্যান্য বই ॥

ভাব কদমের ফুল

ভীম পালোয়ান

বারো মাসের ছড়া

* কাবতাক্রম *

আজকের আমি

আমাকে খুঁজতে যেও না 'আজকের আমি'র সঙ্গে
খুঁজে পাবে না।
নিঃসংশয়ে বলবে বদলে গেছি।

শারীরিক মানসিক পরিবর্তনে শ্রান্ত
বার্ধক্য স্থান নিয়েছে শরীরে।
জরাজীর্ণ বটবৃক্ষের এক প্রতিমূর্তি
প্রাণশক্তি কর্মশক্তির ঘটেছে অবসান।
অস্তমিত সূর্য গোধূলির শেষ রশ্মির জন্য প্রতীক্ষমান।
তবু প্রশ্ন জাগে এই সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
একদিন ছড়িয়েছিল কী অফুরন্ত উদ্দাম উদ্দীপনা!
দুরন্ত ঝড়কে যে করত প্রতিরোধ
দূর নীলিমায় মিশে যেতে চাইত যে
পাগল হাওয়ার মতো চমক জাগাত প্রাণে
কোথায় সে? তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে?
সে অশান্ত আত্মার ছিল না দুঃখ
ছিল না বেদনা ছিল না অভিমান।
স্রোতস্বিনীর দুর্বার গতিতে ভেসে যেত সে
ভাসিয়ে নিত সবাইকে।
কিন্তু খেয়াল ছিল না।
সময়ের গতি যে আরো দ্রুত
তাই হার মানতে হল।

এই প্রথম পরাজয়।
পরাজিত আমি।

বয়সের কারাগারে বন্দী।
আকাশের পাখিদের দেখে সাধ জাগে
তবু ভরসা জাগে না।
বদলে গেছি যে…
পরিবর্তন আমাকে ঘিরে জাল বিস্তার করেছে।
'আজকের আমি' কালের পরিবর্তনের আর এক শিকার।

মনের সমুদ্রে হারাই

মনের সমুদ্রে হারাই আমি
অশান্ত, বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ এক লাঞ্ছিত তরঙ্গের মাঝে।
উত্তাল তরঙ্গরাশি, কোন্ উন্মাদিনীর হাসি
খল খল ক'রে সে হেসে যায়।
দূরের তীরে সাঁতরে ওঠার বৃথা চেষ্টা করি।
ঐ যে তীর, যে-আছে দাঁড়িয়ে, ভাঙা-গড়ার খেলার সাথে
তবু দাঁড়িয়ে আছে সে।
যেন পুরাতন বটের ঝুরি।
কত বয়স গেছে পেরিয়ে
কত ঝড় গেছে বয়ে
হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত
তবু বিদ্রোহ করেনি।
কিন্তু তরঙ্গের গর্জন, উন্মত্ততা এক-একটি বিদ্রোহীর প্রতিমূর্তি
বহু পুঞ্জীভূত রাগ, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ,
কামনা, বাসনার মিলিত প্রতিক্রিয়া
তরঙ্গের বিদ্রোহকে করে তুলেছে সোচ্চার
তাই বিদ্রোহ আজ সকলের অন্তরে অন্তরে
সকলের গোপন সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে।

প্রার্থনা

দিনটা আবার মেঘলা হয়ে আসছে।
আকাশকে দেখলে মনে হয় বড়ো শ্রান্ত।
নেই রৌদ্রের দাপট, নেই গরমের হলকা,
উদাসী বাউল বড়োই উদাস।
মেঘের খেলা চলেছে।
কখনো বিস্তৃত কালিমা, কখনো নব নীলিমায়
বয়ে চলেছে হাওয়ার ঢেউ।
কোন সজল গাথার করুণ সুর বেজে চলেছে বুকে।
বড়োই অলস লাগে নিজেকে।
অলস দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকি দূরে।

দৃষ্টি আমার চ'লে গেছে বহু দূরে।
ঐ তাল নারকেলের মাথা ছাড়িয়ে পশ্চিমে মেঘের চূড়ায়।
যেন ধ্যানমগ্ন ঋষির অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গে রাগান্বিত ক্রুদ্ধমূর্তি
মুহূর্তে গর্জিত হবে ভয়ংকর প্রলয়ের হুংকার
চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তারই আভাস।
দিনের এই উদাসী ভাব দেখে অলস মনও বড়ো উদাস হয়।
একটানা বসে থেকে মন কি হারিয়ে যেতে চায় না ?
রৌদ্রের দাপটে তার কষ্ট হয়
আবার ভয়ংকর প্রলয়ের আশঙ্কাতেও সে ভীত।

এই প্রলয় যদি সত্যি হয়
তাহলে কী ভীষণ অভিশাপ নেমে আসবে
দূরে ঐ ছোটো ছোটো ঘরগুলোতে।
কচি গলার কত আর্তনাদ যাবে অতলে তলিয়ে।
তাই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে মুনিঋষির কাছে।
"হে মুনীবর ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।
এই ভীষণ শাপ তুমি দিও না।"

সত্যিই সময়টুকু কেটে গেছে কল্পনার মধ্যে।
কোথায় প্রলয়, আর কোথায় গর্জন!
ঐ তো মুক্ত আকাশ।
পশ্চিমের কালিমা গেছে মুছে।
জড়তার জাল ছিঁড়ে একফালি মিষ্টি রোদ্দুর
মিষ্টি করে হাসছে।
একি সত্যি, একি সম্ভব!
না এ শুধু আমার প্রার্থনারই ফল!

বিকেল

জানলার কাচে রঙিন আভা শেষ বিকেলের ইঙ্গিত দিয়ে যায়।
  সন্ধ্যার আর দেরী নেই।
তবু বিকেলকে ধরে রাখার জন্য মন করে আকুলি বিকুলি।
নব নীলিমায় উড়ন্ত বলাকার দল এখনও প্রাণোজ্জ্বল।
হাল্কা হাওয়ার বেগ নতুন খুশীতে ভরিয়ে তোলে বিকেলকে।
বিকেল এক মধুর ক্ষণ,
জীবনের প্রতিটি বিকেলই এক-একটি মধুর স্মৃতি।
সে যেন আগামী সন্ধ্যার বার্তাদূত।
এক-একটি ক্ষণিক বিকেলকে উপলব্ধি করি নূতন ভাবে।

বিকেল ক্ষণিক, তবু বিকেল নূতন
নব নব রূপে সে উদ্ভাসিত হয়।
আজো এই অভিনবত্বের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।
আজ সে বয়ে এনেছে কালবৈশাখীর বার্তা।
ঈশান কোণেতে জমেছে জটিল ধূমায়িত মেঘ।
তারই পুঞ্জীভূত শাখা কোণে কোণে
তুমুল তাণ্ডবের কোনো ইঙ্গিত স্তব্ধ করেছে বিশ্ব চরাচরকে।
কোলাহল গেছে থেমে।
কিসের প্রতীক্ষায় প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে
কোন্ মায়াবীর মায়ারঙ লাগে চোখে।
অদৃশ্য ভয়ংকরের হুংকার শালবনের গভীরে হানে আঘাত।
শিহরিত হয় প্রকৃতি,
দুয়ারে নেমে আসে সাঁঝের ছায়া।

জ্বালা

ঘড়িতে ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে।
একটানা বেজে গিয়ে দিয়ে যায় সময়ের সূচনা।
গ্রীষ্মের এই সময়টা বড় ক্লান্ত করে মনকে।
তৃষ্ণার্ত পথিক দূর দিয়ে হেঁটে যায়।
জলের সন্ধান মেলে না।
মাটির ধুলোয় খেলে চলেছে ভিখিরীর দুটি ছেলেমেয়ে।
নগ্ন দেহ তাদের।
তবু ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই।
রোদ্দুর তাদের ঘিরে ধরেছে।
পায়ের তলার মাটি গেছে তেতে।
জিভ হয়েছে তিক্ত।
তবু খেলছে তারা
দুপুরের খাবারের প্রতীক্ষায় চোখ দুটো চকচক করে।
কখন আসবে সেই খাবার।
মা তাদের আর ফেরে না
খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু দুটো।
দৃশ্যটি দেখতে দেখতে ভিজে ওঠে চোখের কোণ।
দুটো পোড়া রুটি আছে ঘরে।
ডেকে দিতে যাই।
অকস্মাৎ শিশুর কচি গলা ব'লে ওঠে
'আমরা ভিক্ষা করি না।'
কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত হানে।
জ্বলতে থাকে দেহ।
অন্তর থেকে বুঝতে পারি এ জ্বালা গরমের নয়।
এ জ্বালা অনুভূতির।

আকাশ

রাত্রিটা বড় সুন্দর, বড় নেশাময়
রঙিন স্বপ্নের ঘোর লাগে চোখে
লাল কাঁচের আলোয় পৃথিবী যায় ভরে
একটু যে চাঁদের কণা পৃথিবীর ঘাসে এসে পড়ে
তার পরশেই মন হয়ে ওঠে ভরপুর।
তারাদের মধুর হাসিও লেগে থাকে চোখে।
অসীম আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছো কি
কত গভীর মনে হয় তাকে।
যুগ যুগ ধরে কত না দুর্যোগে প্রলয়ের দিনেও
পৃথিবীর বুকে বিছিয়ে দিয়েছে সে আবরণ।
তার শুভ্র মেঘের সারির মাঝে গোধূলীর রামধনু খেলে যায়।
তবু শ্রান্ত হয় না সে।
দিগন্ত বিস্তৃত নীলিমার মাঝে প্রশান্ত রূপ, অনন্য গাম্ভীর্য
যেন কোনো মূর্ত ব্যক্তিত্ব।
মাঝে-মাঝে দেখতে-দেখতে আমিও তলিয়ে যাই ঐ নীলিমার মাঝে
হয়তো বা তারই মতো বাসনা রাখি মনে।
জ্বলন্ত উল্কার পিণ্ড যখন খ'সে পড়ে
দেখতে পাই তার শৌর্যের দৃঢ়তা
রূপালী চাঁদের ঝলকে ধরা দেয় তার স্নিগ্ধ রূপ।
কিন্তু অন্তরে বিস্তৃত শূণ্যতা বাইরে ধরা দেয় না।
পৃথিবীর হাহাকার বাণীও বেজে ওঠে তার হৃদয়ে
বেদনা তখন হয়ে ওঠে আরো গভীর।
তবু দৃঢ় থেকে আশার আলো দেয় ছড়িয়ে।
বর্ষার রিমঝিম সুর জাগায় বুকে।
আনন্দের জয়গানে মুখরিত পৃথিবীর প্রতীক্ষায় কেটে যায় যুগ।

দুপুর

এখন দুপুর, মৌন রোদের ছায়া এসে পড়েছে।
ক্ষণিক নীরবতা মনকে টেনে নেয় সুদূরে।
জীবনের কলরবে ভারাক্রান্ত মানব হৃদয় নেয় বিশ্রাম।
ঝরা পাতার বুকে লেগেছে স্নিগ্ধ শীতের ছোঁয়া
ঘুম আসে না চোখে।
হাল্কা হাওয়ায় মুহূর্তের প্রকৃতি শিহরিত হয়ে ওঠে।
ভাবি এই শান্ত দুপুর কেন ঘুমন্ত মানুষকে কাছে টানে না
মানুষ শুধু কোলাহলের প্রতীক, পূর্ণ প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর।
কিন্তু প্রকৃতি! প্রকৃতিতে এক অনির্বচনীয় সজীবতা,
ঐ তো বকুল গাছে ছোট্ট শালিকটি আজো এসে বসেছে।
একমনে বসে দেহকে মেলে ধরেছে মিষ্টি রোদের মধ্যে।
কোটর হতে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারে পেঁচা
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ ওঠে।
এলোমেলো করে দেয় চারিদিক।
যদি শিল্পী হতাম, হাতে থাকত রঙতুলি
এই মুহূর্তের একটি চিত্র—যা ঘুমন্ত মানুষের মনে
কোন সাড়াই জাগায় না,
চিত্রিত করতাম আমার কল্পনা ও রঙের খেলায়।

আমি

দূরের দিকে চেয়ে দেখি আমি বড় একা—
যেমন একা ঐ মুক্ত আকাশ,
না, মুক্ত বললে ভুল হবে
ওর তো রয়েছে কাজলকালো সঙ্গিনী মেঘ—
বর্ষা নেমেছে দুয়ারে—যেন ছলছল জলে কলকল করে ছাপিয়ে যায়।
কেতকী বকুলের নিত্য সুবাস আজো ভরায় মন।
যখন ছোট ছিলাম ছিল কি আনন্দ।
এই বর্ষায় যাবো শিল কুড়াতে
সেই সাদা সাদা দানাদার বরফের শিল।
কত শিহরণ জাগাত প্রাণে
আজ আর তা জাগায় না।
আজ আর তালখেজুরের রসের নতুন কোনো স্বাদ লাগে না জিভে
তিক্ত মনে হয় এই পার্থিব সবকিছু।
তাই তো একা বসে থাকি।
করবীর সিক্ত শাখায় দোয়েল গায় গান
এখনি উড়ে গিয়ে বসবে অন্য শাখায়।
খুশির আবেগ যেন ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে রয়েছে।
মাঝে-মাঝে ভাবি, যখন গুরু গুরু রবে মেঘগুলো ডেকে উঠত,
ভয়ে মায়ের কোলে মাথা গুঁজতাম,
শিশুর প্রাণের সরল প্রশ্নের কোনো অন্ত ছিল না।
সব প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া যায় না তা আজ বুঝেছি।
যখন একা থাকি নিজেকে নিজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখি।
পুরোন কত স্মৃতি ভেসে উঠে মিলিয়ে যায় বিস্মৃতির ওপারে।
আজ আর কোনো দুঃখ, বেদনা, লাঞ্ছনা অনুভব করি না।
ওসব অনুভূতির বয়স গেছে পেরিয়ে।
আজ শুধু প্রতীক্ষারত মূর্তি যেন ক্ষণিক জীবনের দিন গোনে।
আবার আসবে নব বসন্ত, নবমুকুলের আহ্বান।

সেদিনও থাকব এমনি করে বসে।
হয়তো বা কোকিলের কুহু কুহু গান মনে আনবে সেই পুরোন স্মৃতি
ঝরা পলাশের বুকে বিছিয়ে থাকবে লাল ছটা।
অরণ্য কান্তারে পত্রমর্মর ধ্বনি জাগাবে নবজাগরণ।
বৈশাখের নববর্ষের দিনে নবপ্রতীক্ষার আশা বুকে নিয়ে
আমিও বয়সের হাত ধরে ধীরে ধীরে যাব এগিয়ে।

তোমায় দেখেছি

অস্তমিত সূর্যের আভায় তোমায় দেখেছি।
দেখে বিভোর হয়েছি ঐ কালো রূপের মোহে।
স্বপ্নেও কি তোমায় কখনো দেখেছি?
এ যে সেই রূপ—যা মনের পর্দায় আঁকা ছবির মতো জীবন্ত
এ শুধু জীবন্ত নয়,
এ যে মধুর আবেশ মাখান অনুভূতি
যা আমার প্রতিটি অণু পরমাণুকে করে কম্পিত,
যার চিন্তা, চিন্তা নয়, রঙিন মনের ভাবনা
সেই তুমি, সেই তোমাকে আমি দেখেছি।

অন্ধকার গাঢ় নিবিড় কুয়াশায় তোমায় দেখেছি।
না, চিনতে আমার ভুল হয়নি।
চোখের যে আকুলতা তা ছাপিয়ে দিয়েছি তোমাতে।
মন আমার চঞ্চল, সুর আমার উচ্ছল,
হাসি আমার তির তির করে ছড়িয়ে পড়ে দুরান্তে।
স্রোতস্বিনীর ন্যায় বয়ে চলেছি।
বাধা আমার খেলনা, চূর্ণ করেছি তারে।
তোমার দ্বারে, তোমার সুরে, তোমার প্রাণে,
তোমার গানে হারিয়ে খুঁজেছি আমি।

জীবন ও সূর্য

যদিও সূর্য আকাশে এখনো লাল
অরুণ মেঘের জালে পড়েছে বাধা
মুক্ত বিহগ, মুক্ত ডানায় ফেরে
সতেজ হাওয়ার পরশ লেগেছে প্রাণে।

গ্রামের বুকে জ্বলে ওঠে কত শত
দীঘির মাঝে সাঁঝের বাতির শিখা।
চঞ্চল সুরে লহরী উঠেছে নীরে
নিবিড় আড়াল টানিল তিমির ছায়ে।
একটি দুটি তারকার মুখ দেখে
সন্ধ্যা নামিল মানতে যে বাধে মন
দৃপ্ত সূর্য হার মানিল কি শেষে
লজ্জায় মুখ লুকাল নিশারি মাঝে।

প্রাণবন্ত চঞ্চল যে কিশোর,
অফুরন্ত হাওয়ার বেগে সে চলে
তারও কি থামে সে গতি ?
সন্ধ্যা যখন ঢাকে ধরণীর মুখ।

জোয়ারের বেগে ধাক্কা লাগে যে তীরে,
উন্মাদ হাওয়া ছুটে চলে বায় ধেয়ে
রুখতে তারে কখনো কেউ কি পারে ?
শান্ত ভাটায় বাধা পায় সে শেষে।
কলকোলাহল পূর্ণ করে এ ধরা,
যেন রূপ পায় জীবন্ত এক প্রাণ
কত বিস্মৃতি, কত প্রস্তুতি চলে
অবিশ্রান্ত কর্মের ধারা বহে।

রাত্রির ছায়া। সে এক ক্ষণমাত্র
নেশার জরার রঙিন মানসচক্ষু,
সহসা ছন্দের বাঁধন পড়ে খুলে।
নূতন প্রভাত দুয়ারে দাঁড়ায় এসে।

সুদূর হতে হাতছানি দেয় ধরা
তপন করে কাটে রাতের নেশা।

দুঃখকে সাথী করে নিয়ে

যদি দুঃখকে সাথী করে নিয়ে চলার পথে চলি
যদি দুঃখকে দিই অস্তিত্বের স্বীকৃতি
তবে আমারই মতো রক্তমাংসে গড়া
দুঃখ কি জানাবে না তার অন্তরের দুঃখ
কেন তাকে মানুষ দূরে ঠেলতে চায়
কেন শুধু সুখেরই প্রত্যাশা
যদি প্রশ্ন করে হাসির সঙ্গে তার শত্রুতা
মুছে যাবে কিসে ?
সুখ দুঃখের বৈপরীত্য ঘুচে যাবে কিসে ?
উত্তর সেই দেয় যদি সকল দুঃখকে
বরণ করে নেই আগামী সুখের উৎসরূপে
তবেই।

অন্তরে বাহিরে

আমি তো বলি না আমি ভুল করছি
কেউই বলে না।
নিজেকে সঠিক ভেবেই সবকিছু যাচাই করি।
কাজে ব্যবহারে সর্বত্র ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ
'আমি' শব্দটির শাণিত দীপ্তি।
আমি তো বলি না আমি ভুল করছি
কেউই বলে না।
সীমাহীন গর্বে টলমল 'আমি'রা শুধু
দুটি শব্দের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।
কোন্ অমৃতের বাণীর মতো শব্দ দুটি
বার বার কানে শুনতে ভাল লাগে
আমি...আমি...আমি
শব্দটাকে কোলাহলে ভাল লাগে
কিন্তু অন্তরে একাকী উচ্চারণে ভয় ধরে
মনে হয় আরো কিছু শব্দস্রোত এসে
মুছে দেবে ঐ শব্দ দুটোকে। তাই
বাইরে আমি আর অন্তরের আমি ভিন্ন।

ভাবনা

সময় পেলেই আমি ভাবি
শুধু ভাবি শুধু ভাবি।
সুদূরের ভাবনা নয় নিকটের ভাবনা ভাবি
নৈকট্যই আমার ভাল লাগে।
সামনে তুমি পাশে বকুল গাছ
আমি বসে আছি
একটি দুটি করে ফুল ঝরে পড়ছে আমার আঁচলে
হাতে ধরছি না শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি।
হাওয়া এসে দোলাচ্ছে প্রকৃতিকে।
নাড়া দিচ্ছে জীবনকে।
আমি ভাবছি।

কবিতা আমার আসে না।
শুষ্ক হৃদয় আমার।
মরুভূমির নোনাবালির মত তার স্বাদ।
প্রকৃতির মাঝে, তোমার মাঝে
বকুল ফুলের মাঝেও আমার অনুভূতি শূণ্য।
তবু ভাবি। তুমি বিরক্ত হও।
অত ভাবার কি আছে ? কথা বল।

নৈঃশব্দ ভাঙতে মন সায় দেয় না।
বলি তুমিও ভাব না।
শুনে হেসে ফেলে। কি ভাবব ?
প্রশ্ন করে।
ভাব বর্তমানকে। কে তার নাম রেখেছে বর্তমান ?

সময়ের সঙ্গে তারও চলার গতি হবে ধীর
পিছিয়ে পড়ব আমরা।
হয়ে যাব অতীতের স্মৃতি।
তাই ভাবনা হয় কতক্ষণ এই বর্তমানকে
ধরে রাখতে পারব?

এবার উত্তর দেয় সে—
যতক্ষণ আমরা ভাবব শুধু ততক্ষণই।

অব্যক্ত ঘটনা

আঁকাবাঁকা রেখাগুলো শিল্পীর তুলির টানে ছবি হয়ে যায়।
সকালের নিটোল আলোয় রাতের হিমসিক্ত করুণ কুঁড়িটি ফুটে ওঠে
মনোময় সুষমায়। ভুলে যায় বেদনার স্মৃতি।
বাতাসের বিদ্রোহী আসা-যাওয়া কবি ধরে রাখে ছন্দে
স্থির হয় তারও গতি।
অশান্ত ঢেউ-এর সাথে তটভূমির ব্যক্তিত্বে লাগে সংঘাত
খুশি করার জন্য বালুকাভূমিতে সাজিয়ে দেয় সে ঝিনুকরাশি।
সংঘর্ষের পরিণামকে করে নির্মূল।
দুঃখের কাঁটা সুখের ফুল রচনা করে জীবনকে দেয় উপহার
উচ্ছ্বাসের বন্যায় বরণ করে জীবন।
কিন্তু ক্ষতচিহ্নের রক্তিমায় সে সুখ ওঠে রাঙা হয়ে।
সময়ের দৃপ্ত চালনায় নীরবে বয়ে যায় কত অব্যক্ত ঘটনার স্রোত।

কবিতাকে

তুমি শুধু কবির কথা নও
ধরার ধূলির পরে তোমার সৃষ্টি
আকাশের বুকে পুষ্পবৃষ্টির মত
কত শত লেখনী থেকে ঝরে পড় তুমি।
অলংকৃতা চিন্নিতা মহীয়সী বিদুষী তুমি
তোমার ভাষার মাঝে ভাবের মাঝে তুমি অনির্বচনীয়া।
ওগো আবেগপ্রবণা।

উচ্ছল স্রোতের ন্যায় প্রবাহমানা
ভঙ্গ করেছ যুগান্তরের দেশান্তরের দুর্বোধ্য প্রাচীর।
ধরা তুমি দাওনি।
তুমি শুধু ভালবেসেছ,
ভালবেসেছ প্রকৃতির শ্যামলিমাকে,
সমুদ্রের গভীরতাকে,
উড়ন্ত বলাকার সৌন্দর্যকে,
আকাশের প্রশান্তিকে,
তাই বারে বারে তাদেরই রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে
নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছ।

তবু বলি তুমি বিদ্রোহী।
লেখনীর বুক চিরে তোমার উদ্ধত প্রকাশ আঘাত হানে অন্তরে,
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রতিবাদ কর তুমি।
সুপ্ত মানবকে জাগ্রত করার আহ্বানে
তোমার কোমল হৃদয়ের ভাষা নিঃশেষ করে দাও।
বিদ্রূপ সমালোচনায় মুখরিত হও।
তুমি মায়াময়ী।

জটিল আঙ্গিকে গূঢ় অর্থে
নিজেকে গোপন রাখার অভিপ্রায়ে,
কখনো বা সরল ভাবের প্রাচুর্যে
তুমি সাবলীল হয়ে ওঠ।
গোপন সত্তার অন্তরে মিশে গিয়ে
সবার হৃদয়ের কথা তুমি জানিয়ে দাও।
সৃষ্টির অনন্তধারায় তুমি স্নাতা।
মাটির পৃথিবীর কথা আর মাটির সোঁদা গন্ধ বুকে নিয়েই
যুগে যুগে তুমি স্রষ্টার লেখনীতে আবির্ভূত হও।

নারী

যুগযুগান্তের অভিশপ্ত দুটি অসহায়
শব্দের সাথে রক্তমাংসের ক্ষমাশীল
চেতনার অস্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠা আমি নারী।
আমি বৃদ্ধা স্থবিরা ক্ষীণদৃষ্টির অধিকারিণী
তবু কালের পথে বিংশ শতাব্দীর চঞ্চলা নবীনা,
তরঙ্গিনীর প্রাণস্পন্দন আমিই।
যে আধুনিকার চলার ছন্দে জগৎ হিন্দোলিত
কেশের সুগন্ধে প্রকৃতি মাতোয়ারা
শাণিত দৃষ্টিতে হৃদয় আহত
পুঁথির পাণ্ডিত্যে বিশ্ব চমকিত
স্নেহের ধারায় সন্তান লালিত
বাকশক্তির অনির্বচনীয়তায় শ্রবণেন্দ্রিয় মুগ্ধ
সৃষ্টির প্রাচুর্যে ইতিহাস স্তম্ভিত
সেই আধুনিকা
অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কাছে
একই পরিচয়ের অভিলাষিণী—
তা হল নারী।

স্বপ্ন

বিপাশা না মন্দাকিনী চিনতে পারিনি।
ডেকে নিয়ে গেছে আমারই মত ছোট্ট একটি মেয়ে
সাজান নুড়িপাথর এলোমেলো করে খেলেছি চু কিৎ কিৎ।
সবুজ পাহাড়ে অদৃশ্য কোন্ দাম্ভিক মহাঋষির অহংকার
চুর্ণ করতে কিশোরী হয়েছে নির্মম।
নিষ্ঠুরতায় অসহায় করেছে বিশাল পাথরের স্তূপ।
অট্টহাস্য ছড়িয়ে দিয়েছে অতলান্ত শূন্যের পথে।
পাষাণীর দৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়েছে হৃদকম্পন
তবু সঙ্গী করে নিতে দেয় সে মিষ্টিহাসির প্রতিশ্রুতি।
কিশোরীর চাঞ্চল্যে সেদিন পেয়েছিলাম তৃপ্তি
উন্মাদনা তার রূপ ভরেছিল লাবণ্যে
তন্বী চপলা ডাক দেয় চুপে।
স্বচ্ছ হাওয়ার দোলে বুনোফুলের মাথা
রূপালী বন্যায় প্রকৃতিরও চোখে নামে স্বপ্ন।
নিঃঝুম রজনীর দুই সঙ্গী ডুবে যায় স্বপ্নের অতলে।

লেখনী

লেখার মাঝেই জীবন আমার লেখার মাঝেই প্রাণ
লেখার মাঝেই পাই যে খুঁজে কান্না হাসির গান।
প্রতিক্ষণের ভাবনাগুলো
দুঃখে সুখে এলোমেলো
হৃদয় ভরে বাজায় শুধু তারই ঐক্যতান,
লেখার মাঝেই জীবন আমার লেখার মাঝেই প্রাণ।

লেখার সুরে যাই হারিয়ে কোথায় নাহি জানি।
বারে বারে লিখেই চলি নিষেধ নাহি মানি।
বাঁধনহারা লেখনী যে
বিরাম নাহি জানে কাজে
যতই দ্যাখে ততই লেখে ফুরায় না তার কথা,
সুখের ঢেউ-এ উজায় সে হয় দুঃখে জাগায় ব্যথা।

কবিগুরুর স্মরণে

তোমার বাণী নয়তো শুধুই বাণী

কান পেতে যে শুনি
মনের গহনে হাসি কান্নার সুপ্ত প্রতিধ্বনি
ধ্বনিত করেছে তারই বার্তা তোমার লেখনীখানি।

তবু জানি তুমি কবি
দীপ্ত হয়েছ ধরার ধূলিতে দূর গগনের রবি
সোনার আলোকে রাঙিয়ে দিয়েছ ভারতমাতার ছবি
ধন্য তুমি পুণ্য তুমি মহান তুমি কবি।

শোকসাগরের কোন্ সে নাবিক বারিধারে আঁখি সিক্ত
তবুও তরণী থামেনি যে তার হৃদয় হয়নি রিক্ত।
তুমিও হয়েছ তারই অনুসারী
সুদূরের পথে দিয়েছ যে পাড়ি
অজানার ডাকে অচেনার সুরে
বারে বারে তুমি হও ভবঘুরে
চঞ্চলতার স্রষ্টা তুমি হে অশান্ত তব চিত্ত
চিদাকাশের ভাস্বর তুমি প্রকৃতি পূজারী নিত্য।

রূপে রঙে রসে কত নব নব
প্রাণের অর্ঘ্যে সাজিয়েছ তব
কাব্যগীতির ডালা অভিনব
মুখরিত করে ঋতু উৎসব।

তোমার স্পর্শে প্রাণস্পন্দনে লেগেছে প্রথম হিল্লোল
নীল সমুদ্রে জেগে ওঠে ঐ উত্তাল কলকল্লোল
সৃষ্টিধারায় প্লাবিত হয়েছে সকল পাপভ্রষ্টা
জগৎসভার শ্রেষ্ঠ মানব প্রণমি তোমায় স্রষ্টা।

সভ্য মানব

গুহার পাথরে আগুনে যে জ্বালে সে ছিল আদিম মানব
—আদিম পৃথিবী ধ্বংস করেও বলি না মোদের দানব।
ধ্বংস করেছি প্রকৃতির বুকে কত সে বনের ফুল
কুঠার হেনেছি নিঃশেষ করে কত বৃক্ষের মূল।
আদিম বসন ফেলেছি আমরা পরেছি সভ্য সাজ
হৈ হৈ সারা বিশ্বজুড়ে আমাদের কত কাজ।
বিজ্ঞান নিয়ে গর্ব মোদের করব পৃথিবী জয়
জল স্থল বায়ু আকাশ বাতাস কিছুই করিনা ভয়।
আবিষ্কারের নব নব ধারা জ্ঞানের চক্ষু খোলে
তবু কত প্রাণ পায় না যে ত্রাণ মত্ত এ কোলাহলে।
প্রাণের হাওয়াকে সরিয়ে আমরা এনেছি বিষের ছোঁয়া
ধরার বুকে যে ভরে গেছে শুধু কাল যন্ত্রের ধোঁয়া।
বিলাস আয়াস আঁকড়ে ধরেছি চিন্তাভাবনাহীন
স্বপ্ন দুচোখে আশা রাখি বুকে আমরা যে নই ক্ষীণ।
বর্ণ জাতিতে ভাষাতে বাক্যে ভেদাভেদ করে তবু
বুঝি না আমরা মান হুঁশ বিচারে সভ্য হইনি কভু।

বীরসিংহ ম্যাণ্ডেলা

জীবন যিনি পণ করেছেন ম্যাণ্ডেলা তার নাম
মুক্তিকামী স্বাধীনচেতার সংগ্রাম অবিরাম।
বিশ্বজুড়ে কালোর ভীড়ে ক্ষেপছে সাদার দল
মহান নেতা বুঝিয়ে দিলেন ঐক্যই যে বল।
শ্বেতাঙ্গদের কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড় তুললেন তাই
ভাবল সাদা কালোর মাঝে হারিয়ে যদি যাই!
গুলির পরে চলল গুলি মরল শত শত
মুখ বুজে যে সইল সে-দেশ অত্যাচারও কত।
প্রতিশোধের অগ্নিশিখা ম্যাণ্ডেলার দুচোখে
ভয় পেয়ে তাই শ্বেতাঙ্গরা বন্দী করে তাঁকে।
মহান নেতার মহান বাণী বুকের মাঝে নিয়ে
দেশপ্রেমিক লড়াই করে উজাড় করে দিয়ে।
শেষ হয়না যুদ্ধ লড়াই সময় গেল চলে
নিষ্ঠুর ঐ সাদার হৃদয় একটুও না গলে।
এমনিভাবে সাতাশ বছর ক্লান্ত হয়ে শেষে
ম্যাণ্ডেলাকে মুক্তি দেবে প্রচার করে দেশে।
খুশির ঢেউ-এ নাচল সবাই আনন্দেতে দুলে
মহান নেতার পরশ পেয়ে দুঃখ গেল ভুলে।
ম্যাণ্ডেলার সে মধুর হাসি শান্তিসুধায় ভরা
মন যে তার পাথর তবু ভালোবাসায় গড়া।
আজো তারি কথায় মানুষ জাগছে দলে দলে
বীরমাল্য পরায় বিশ্ব ম্যাণ্ডেলারই গলে।

দুর্যোগ

শ্যামলা মেঘের উড়নী কালো উড়ায় আকাশ জুড়ে।
বাদলা দিনে দেখছি বসে অলস দুচোখ ভরে।
ছমছমাছম যেই না কেমন নাচ হয়েছে শুরু
উড়নী ছিঁড়ে রাক্ষসী; বুক করছে গুরুগুরু—
কড়মড়কড় দাঁত কটাকট রাক্ষসী ঐ রাগে
হঠাৎ কখন হাসির বানে ভয়ংকরী জাগে।
ঝিলিক মারে দুইচোখে তার আগুন পড়ে খসে
মজায় দ্যাখে রাক্ষসী ঐ আকাশতলে বসে।
ঝুপঝুপাঝুপ ভাঙতে থাকে, কান্না ঘরে ঘরে
বাস্তুহারা ছন্নছাড়া মরছে ঘুরে ঘুরে।
শিশুর আশা মিলায় শেষে পথের ভীড়ে ভীড়ে
ঠিকঠিকানা নেই যে জানা যাত্রা অনেক দূরে।
জলছলছল মাঠ পথঘাট শহরতলীর বুকে
হাঁপিয়ে ওঠে সকল প্রাণী আঘাত লাগে সুখে।
ধ্বংসলীলা শেষ হয় না চলছে যেন খেলা
কাটছে আঁধার কাটছে নিশা কাটছে কতই বেলা।
আর্তনাদে কাঁপছে ধরা ক্ষমার বাণী প্রাণে
থামাও ওগো রুদ্রখেলা বাঁচাও সবে জানে।
বিশ্ব জপে বাঁচার মন্ত্র এক সুরে এক প্রাণে
ধনী-গরীব বিভেদ সেথা নেই যে কোনখানে।

মন্দাকিনী

মত্ত নেশায় আছড়ে পড়ে ভয়ংকরী স্রোতস্বিনী
হিমালয়ের সঙ্গিনী সে নামটি যে তার মন্দাকিনী।
দুর্গমতার আকর্ষণে চলছে ছুটে প্রবাহিনী
বাঁধন টুটে চলছে ছুটে সে যেন কোন উন্মাদিনী।
শক্ত পাথর ভাঙছে কত খেলছে যেন তরঙ্গিনী
হাস্যময়ী লাস্যময়ী চঞ্চল ভোগবিলাসিনী।

পাগল করা নেশায় ধরা ও' রূপ তোমার মন্দাকিনী
দাও না ধরা জাগাও সাড়া চলছ ওগো গরবিনী।
তোমার ঢেউ-এ হানছে আঘাত বাঁধতে তোমায় স্রোতস্বিনী
বাঁধনহারা তোমায় প্রাণে প্রতিহিংসার দৃঢ় বাণী।
ভাঙছ আবার উঠছ হেসে ভয়ঙ্করী মন্দাকিনী
করছ ভীত ছুটছ যত ছুটছ যত অভিমানী।

বুক যে তোমার স্বপ্নে গড়া আশায় ভরা স্রোতস্বিনী
ক্লান্তি শ্রান্তি হার মেনে যায় তবু না হারে মন্দাকিনী।
পথের বাঁকে কোথাও তুমি তন্বীদেহী নির্ঝরিণী
ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের বুকের মাঝে জাগাও ধ্বনি।
স্বপ্নে হেরি তোমার ও' রূপ হাসছ তুমি মায়াবিনী
শত ঢেউ-এ বইছ তুমি অপরূপা মন্দাকিনী।

একটি পাথরের আত্মকাহিনী

আমি এক ক্ষুদ্র পাথর,
কঠিন শিলায় গড়া বুক
তবু পাষাণ নই।
বুঝি, বাইরেটা আমার দেখতে খুবই কঠিন
অনেক আঘাতে গড়া যে।
তোমাদের শক্তি অসীম।
ঠেলে দিলেই গড়িয়ে যাই।
হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তে থেমেও পড়ি,
অবশ্য থেমে থাকার জন্য জন্ম হয়নি আমার।
আমার জন্ম হয়েছিল পৃথিবী সৃষ্টির আদিকালে।
তারও পূর্বে তিমির আবরণে, ভূগহ্বরে ছিলাম গ্রথিত।
অনেক আন্দোলন, আলোড়ন, কম্পনে ভঙ্গ হল নিদ্রা।
সুপ্ত বীজের আবরণ ভেদ করে জন্ম নিল যেন তরু শিশু।
শক্ত পিণ্ড উঠল জমে, হৃদয় হল দৃঢ়।
এই তো গেল আমার সৃষ্টি রহস্য।

আমার শক্ত বুকে যখন জাগল কৈশোরের নবজাগরণ
নবজীবনের প্রাণোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হলাম আমি,
পর্বতের চূড়ায় এক দুরন্ত হাওয়ার বেগে গড়িয়ে পড়লাম নীচে।
নেমে আসছি আরো নীচে।
সুগভীর খাদ আহ্বান জানাল আমাকে।
আমার যে থামার সময় নেই ছুটে চলেছি আমি।
কিন্তু তবু থামতে হল।
সে এক দূরে পাহাড়ি জঙ্গলে,
দু-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী।
তার দুরন্ত স্রোতে ছুটে যাবার প্রেরণা অনুভব করলাম প্রায়ই।
শেষে স্রোতস্বিনীর দুর্বার আঘাতে প্লাবিত হল সে.এলাকা।
এগিয়ে চললাম আমি।

আরো কতদিন এই ভাবে চলেছি মনে নেই।
একদিন মনে হল নেমে আসছি সমতলে ॥
এখন অল্প বয়স, সহ্যশক্তিও অসীম
মানবজীবনের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রাণ।
অবশেষে এক জনবহুল শহরে ঠাঁই হল আমার।
শুধু আমার নয়, আমার মত হতভাগ্য অনেকের।
হতভাগ্য নিজেকে ভাবতাম না।
তখন ভেবেছিলাম সৌভাগ্য।
আমাদের বুকের ওপর তৈরী হল মানুষের পায়ে চলার পথ।
সে পথ ছিল এবড়ো-খেবড়ো আঁকাবাঁকা।
তারই এককোণে স্থান পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হল।

*

এ পথ দিয়ে, এ বুক বেয়ে হেঁটে গেছে বহু মানুষ।
এক-একটি মানুষের পায়ের স্পর্শে
নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম।
নিজেকে বড় দুর্বল মনে হল,
কত দুর্বল ঐ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে
যা ছিন্নভিন্ন করেছিল আমাকে।

গভীর যন্ত্রণায় ছিটকে পড়েছিলাম আমি।
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধিক্কার দিয়েছিলাম নিজেকে।
বৃথা সে ধিক্কার, বৃথা সে ক্ষোভ।
তোমাদের ঐ জীববিজ্ঞানের পাতায়
আমাকে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ বলেই জানে।
কত ঘটনা দুর্ঘটনার নীরব সাক্ষী আমি।
ইতিহাসের পাতায় সে কাহিনী বিলীন হয়ে গেলেও
আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অশ্রু গাঁথা হয়ে থাকবে।

আজো আমি আছি, সে চেহারা আমার নেই।
বিধ্বস্ত, শ্রান্ত, জরাজীর্ণ বার্ধক্যের খোলসে আবৃত
এই দেহ শুধু কিসের প্রতীক্ষায় প'ড়ে থাকে।

আমার আত্মকাহিনীই বলো বা জীবন কাহিনীই বলো
এইটুকুই আমার সব, আর এইটুকুই আমার নির্ভর।

পরম পিতার প্রতি

পাষাণ তোমার কঠিন মূর্তি
দেখেছি মানস চক্ষে
পৃথিবীর বোঝা বয়ে বয়ে তুমি
শলাকা গেঁথেছ বক্ষে

রক্তের ধারা ঝরে পড়ে হায়
চক্ষু অশ্রুসিক্ত
তবু বেদনার পরশ লাগে না
তোমার বক্ষ রিক্ত।

তুমি সত্যের হাতছানি দাও
আনো শান্তির বাণী
লীলা যে তোমার জগৎ খেলা
।তুমি যে পাষাণ জানি

প্রশ্ন তোমাকে করব শুধুই
হে পাষাণ বলে যাও
তুমি কি সকল মানবের মনে
তব স্থান করে নাও ?

দিকে দিকে ওঠে কত হাহাকার
কত ক্রন্দন ধ্বনি
হাত ধরে সবে দেখিয়েছ পথ
তোমার করুণা মানি।

কামনা বাসনা লালসার জাল
ছেয়েছিল বুকে যত
দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছ সরিয়ে
বেদনা সয়েছ কত।

তুমি আছ গানে তুমি আছ প্রাণে
তুমি যে বিশ্বময়
মহিমা তোমার উজ্জ্বল আজ
পাষাণ তোমারই জয়।

প্রবাহ

ভীষণ রবির দারুণ তেজে ঝলসে ওঠে বিশ্ব দ্বার,
দহনদানের প্রলয় সে যে জীবন মাঝে হানে বারংবার।
দিনের শেষে অস্ত রবি অরুণরাঙা আভায় ঢাকে,
গোধূলী গগনে সঘন গভীরে রামধনু রঙ আকাশে আঁকে।
ঝিকিমিকি তারা হাতছানি দেয় দুচোখ ভরায় জ্যোৎস্নারাশি,
স্নিগ্ধ শান্ত হৃদয় মাঝারে বাজায় পথিক মোহন বাঁশি।
কোকিলের গানে নিশা অবসান শান্ত লহরী মন্থর বয়,
উষার আলোকে দোয়েল ফিঙে কলকাকলিতে, কত কথা কয়।
জুড়ায় হৃদয় ধীর সমীরণে হরষিত দোলে চাঁপার মুকুল,
ঝলমল রোদ খেলিছে আকাশে গন্ধ বিলায় কামিনী বকুল।

নববরষা

কাজল চোখে প্রাসাদ-পুরে কোন্ মায়ারঙ ছড়ালে
নববরষার সলাজ সাজে দুয়ারে তুমি কে দাঁড়ালে!

গুরু গুরু ঐ চমকে
কোন্ হরিণী থমকে
বিজলীর সাথে নিশীথ রাতে তাথৈ তাথৈ নাচলে,
নববরষার সলাজ সাজে দুয়ারে তুমি কে দাঁড়ালে!

বকুল চাঁপার পাশে
স্নিগ্ধ কামিনী হাসে
দূরের সিক্ত শ্যামল ঘাসেতে রক্ত করবী ঝরালে,
নববরষার সজল সাজে দুয়ারে কে তুমি দাড়ালে!

উদাসী সুরের পরশে
পুলক জাগায় হরষে
হৃদয় আজিকে কোন্ সে গভীর স্বপ্নের জালে ঢাকলে,
নববরষার সজল সাজে দুয়ারে কে তুমি দাঁড়ালে!

বরষা

জেগেছে আজকে কোন্ সে উদাস
মনের কোণেতে সহসা
চোখ মেলে দেখি নেমেছে দুয়ারে
সিক্ত সজল বরষা।

পাগল বাতাস হয়েছে হতাশ
উন্মাদ বেগে ধায়
শালবনে আজ লেগেছে কাঁপন
এই বুঝি ভাঙে হায়।

কেতকী বকুল চাঁপার মুকুল
বাদল রাগিনী মাঝে
মেলিয়া শাখায় গন্ধ মাখায়
স্নিগ্ধ সজল সাজে

আজকে ধরার ধুলায় লেগেছে
শ্যামল পরশ সহসা
চোখ মেলে দেখি নেমেছে দুয়ারে
সিক্ত সজল বরষা।

সাগরকে বলি

সাগরকে আমি যতই বলি, দাও না আমায় ঢেউ
সফেন নীলে উথাল পাথাল দেয় না সাড়া কেউ।
সাগরকে আমি যতই বলি দাওনা মুক্তো মাণিক
ঢেউ-এর রাশি ভাঙতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় খানিক।
সাগরকে আমি যতই বলি দাওনা আমায় বালি
দামাল এক বিরাট ঢেউ-এ ভিজিয়ে দেয় সে খালি।
সাগরকে আমি যতই বলি দাওনা ঝিনুক রাশি
গর্জনেতে পড়বে ফেটে মস্ত ঢেউ-এর হাসি।
সাগরকে আমি যতই বলি দাওনা তোমার রঙ
এদিক-ওদিক দুলবে সে যে করবে কত ঢঙ!
সাগরকে আমি এবার বলি সঙ্গী কর তবে
আর কতকাল এমনিভাবে নিরুত্তরেই রবে?
গভীর দুখে বলল সে যে, "তোমরা শুধুই চাও
ডুবুরির দল জেলে মাঝি সবাই কেড়ে নাও।
বুক যে আমার হচ্ছে খালি ভরসা শুধুই জল"
তাকিয়ে দেখি সাগরজলের চোখদুটো ছলছল।